গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.mor.gov.bd

নং-৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.০৩৪.১৮-৫৮২

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৫
০৭ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়ঃ অক্টোবর ২০১৮ মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। এ কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mor.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে।

০২। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদনের হার্ড কপি, নভেম্বর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠেয় অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতের জন্য তাঁর শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগের অনিষ্পন্ন বিষয় এবং আলোচ্য বিষয় (যদি থাকে)-এর তালিকা আগামী ১৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে এবং Nikosh font-এ সফট কপি admin2@mor.gov.bd ঠিকানায় ই-মেইলযোগে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোন: ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। উপ-সচিব (সকল)/উপ-প্রধান, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। উপসচিব (প্রশাসন-৪), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৮। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা (তাকে বিজ্ঞপ্তিটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৯। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অক্টোবর ২০১৮ মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৫ অক্টোবর ২০১৮
সময় : সকাল ১১: ০০ টায়
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা- পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন।

০৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগ	উপসচিব, প্রশাসন-১ সভায় জানান যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তার ২টি পদ এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ১টি পদ পূরণের নিমিত্ত পিএসসি'তে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য নথিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া, সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০% সংরক্ষিত ৬টি শূন্য পদের নিয়োগের নিমিত্ত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে এবং এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নথি উপস্থাপিত হওয়ায় শীঘ্রই অনুমোদন পাওয়া যেতে পারে। সভাপতি ২য় শ্রেণির শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত পিএসসি'তে দ্রুত প্রস্তাব প্রেরণসহ সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ পূরণের লক্ষ্যে জরুরিভিত্তিতে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) প্রশাসনিক কর্মকর্তার ২টি পদ এবং ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ১টি পদ পূরণের নিমিত্ত প্রস্তাব দ্রুত পিএসসি'তে প্রেরণ করতে হবে ; (খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন পাওয়ার পর শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন	উপসচিব, প্রশাসন-২ সভায় জানান যে, APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা/সূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত জনপ্রতি ২২.৩৯ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। ২৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখ Public Private Partnership এবং ০৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ Sustainable Development Goals (SDG) এর ওপর মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের দিন ধার্য করা হয়েছে। সভাপতি প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারের আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব, বাজেট ও পরিবীক্ষণ সভায় জানান যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্যগণকে নিয়ে গত ১৬.১০.২০১৮ তারিখে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রাথমিক আলোচনায় এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রার উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। এ পর্যায়ে এপিএ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের মধ্য হতে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ কয়েকটি কার্যক্রমের ওপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভাপতি বলেন, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে যে সকল কার্যক্রম/সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে সে সকল কার্যক্রম/সূচক নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে আলাদা সভা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে ছোট ছোট গ্রুপ করে পর্যালোচনা সভা আয়োজন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের সাথে আলাদা সভা করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করতে হবে; (খ) মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ মাসিক সমন্বয় সভায় এপিএ'র বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩.৪	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় জানান যে, NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাঠামোর ১ম কোয়ার্টারের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ১৫ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের নৈতিকতা কমিটি সকল অনুবিভাগ প্রধান-কে অর্ন্তভুক্ত করে পুনর্গঠন করা হয়েছে। গত ০৯ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে 'সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনায় করণীয় নির্ধারণ'-এর নিমিত্ত তৃণমূলে অবস্থান করে ট্রেন অপারেশন ও ব্যবস্থাপনায় জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি অংশীজন সভা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কাঠামো অনুযায়ী আগামী নভেম্বর মাসেও ১টি অংশীজন সভা আয়োজন করা প্রয়োজন। সভাপতি NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত আগামী সভার কার্যপত্রে এপিএ'র ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম/বিষয়গুলো চিহ্নিত করে উপস্থাপন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি কোয়াটারের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্যও নির্দেশনা পদান করেন।	(ক) NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত আগামী সভার কার্যপত্রে এপিএ'র ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম/বিষয়গুলো চিহ্নিত করে উপস্থাপন করতে হবে। (খ) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি কোয়াটারের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে। (গ) NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নভেম্বর মাসেও অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি করে সভা আয়োজন করতে হবে। (ঘ) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.৫	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	উপসচিব, প্রশাসন-৩ অধিশাখা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাস পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৬টি। তন্মধ্যে ৬ মাসের উর্ধ্বে রয়েছে ৪৫টি মামলা। গত ১০.১০.২০১৮ তারিখে ৫টি মামলা নিয়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এঁর সভাপতিত্বে ছোট ছোট ৫/৬টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	(ক) বিভাগীয় মামলাগুলো অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) পেন্ডিং বিভাগীয় মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৬	ই-ফাইলিং ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট সভায় সেপ্টেম্বর/১৮ মাসের ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করেন। এ বিষয়ে উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় অবহিত করেন যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট নথির ৫০% ই-নথিতে নিষ্পত্তি এবং মোট পত্র নিষ্পত্তির ৪০% ই-নথির মাধ্যমে পত্রজারী করতে হবে। এছাড়া ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে ৮০% পত্র স্ক্যান করে ই-নথিতে আপলোড করতে হবে। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ফ্রন্ট ডেস্ক তৈরির লক্ষ্যে রেলভবনস্থ নীচ তলার একটি কক্ষ নির্বাচন করা যেতে পারে। সভাপতি ২য় তলায় একটি সুবিধাজনক স্থান মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর সাথে পরামর্শ করে নির্বাচন এবং আকর্ষণীয় একটি ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন করার নির্দেশনা দেন। তিনি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ই-ফাইলিং-এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সকল শাখা/অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রতি আহবান জানান এবং ই-ফাইলিং-এর সার্বিক কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করার জন্য নির্দেশ দেন। সভায় সোশ্যাল মিডিয়া যথা ফেসবুক, ভাইবার, ইমো, ই-মেইল ইত্যাদি মাধ্যম ব্যবহারের বিষয়টি আলোচিত হয়। সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে। এছাড়া, ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের সাথে প্রতি মাসে একটি করে সভা করার জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন।	(ক) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৪০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারীর করতে হবে ; (খ) মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে; (গ) সোশ্যাল মিডিয়া যথা ফেসবুক, ভাইবার, ইমো, ই-মেইল ও ওয়েবসাইট ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। (ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপকের সাথে প্রতি মাসে ১টি করে সভা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়; ২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়; ৩। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>পরিদর্শন</td><td>সিনিয়র সহকারী প্রধান সভায় জানান যে, উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য ইতোমধ্যে ৪টি কমিটি গঠনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিনিধি মনোনয়নের পরে কার্যপরিধিসহ অফিস আদেশ জারী করা হবে। এছাড়া, প্রকল্প পরিদর্শনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে মর্মে তিনি জানান। সভাপতি বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিনিধি নিয়ে দ্রুত আদেশ জারী করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে সচিব মহোদয় কর্তৃক প্রশাসন-৪ শাখা এবং প্রশাসন- ১, ২ ও ৫ শাখা এবং বাজেট- ১ ও ২ শাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে।

সভাপতি প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রতি দুই মাসে একবার শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করতে অনুরোধ করেন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রতিনিধি নিয়ে দ্রুত উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন কমিটি পুর্নগঠন করতে হবে;
(খ) উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের সংখ্যা বৃদ্ধি করাসহ পরিদর্শনের সময় প্রকল্প কাজের গভীরে গিয়ে সমস্যা (যদি থাকে) চিহ্নিত করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দিতে হবে।
(গ) শাখা/অধিশাখার কর্মকর্তাগণকে প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত শাখা/ অধিশাখা পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা হতে প্রাপ্ত অনিষ্পন্ন বিষয়াদির নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উপস্থাপন করেনঃ
<table><tr><th>শাখার নাম</th><th>অনিষ্পন্ন বিষয়ের সংখ্যা</th></tr><tr><td>প্রশাসন-১ শাখা</td><td>০৩</td></tr><tr><td>অডিট শাখা</td><td>১৫৫</td></tr><tr><td>আইন শাখা</td><td>০৪</td></tr><tr><td>মোট</td><td>১৬২</td></tr></table>
সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>অনিষ্পন্ন তালিকা/প্রতিবেদন হালনাগাদকরত: নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>মোবাইল কোর্ট পরিচালনা</td><td>উপসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা সভায় জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৮ মাসে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে মোট ১১০টি মামলা এবং ১২,৮৫০/- টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তবে কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ ট্রেন ও স্টেশনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ রেল চলাচল এবং যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টি পরীক্ষা করে থাকেন মর্মেও তিনি সভাকে অবহিত করেন।

সভাপতি বলেন, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াও যাত্রীদের সুষ্ঠ ট্রেন ভ্রমণের স্বার্থে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি ধৈর্য সহকারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ ট্রেন ও স্টেশনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ রেল চলাচল এবং যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।</td><td>(ক) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত সিডিউল অনুসারে ধৈর্যসহকারে ও সর্বোচ্চ মেধা কাজে লাগিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।
(খ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় ট্রেন ও স্টেশনের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিরাপদ রেল চলাচল এবং যাত্রী নিরাপত্তাও পরিবীক্ষণ করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন।</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১০	নিরাপত্তা	সভাপতি বলেন যে, ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ট্রেনের ছাদে যাত্রী ভ্রমণ বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। তিনি টিকেটধারী যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন পরিহার এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনে ওঠা বন্ধ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ট্রেনে অতিরিক্ত যাত্রী পরিবহন পরিহার এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১১	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	উপসচিব, প্রশাসন-১ অধিশাখা সভায় বলেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ট্রেনের কোচ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও স্টেশনগুলোর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৪টি টিম গঠন করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটগণ স্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে থাকেন। সভাপতি বলেন, স্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি অনেকাংশে নির্ভরশীল। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ট্রেন এবং স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতামূলক অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১২	বিবিধঃ (ক) মন্ত্রণালয়ে রেলওয়ে অপারেশন শাখা খোলা	সভাপতি বলেন যে দৈনন্দিন রেলওয়ে অপারেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য মন্ত্রণালয়ে আলাদা কোন শাখা নেই। ট্রেনে যেকোন দুর্ঘটনা ঘটলে কিংবা সিডিউল বিপর্যয় হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানার দরকার হয়। এছাড়া, বিভিন্ন উৎসবের সময় বিশেষ করে ঈদের সময় রেলওয়ে অপারেশনের প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তাই মন্ত্রণালয়ে রেলওয়ে অপারেশন নামীয় একটি শাখা খোলা প্রয়োজন। উক্ত শাখা রেলওয়ে অপারেশন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রতিবেদন সংগ্রহ এবং উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করতে পারে। মন্ত্রণালয়ে বিদ্যমান শাখাগুলির কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস কিংবা অরগানোগ্রামে নতুন পদ সৃজন করে করা যেতে পারে।	রেলওয়ে অপারেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয়ে স্বতন্ত্র একটি শাখা খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়
	বিবিধঃ (খ) দেশে/ বিদেশে আয়োজিত সেমিনার/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ কারী কর্মকর্তাদের উপস্থাপনা (ইংরেজিতে)	উপসচিব, প্রশাসন-২ অধিশাখা সভায় বলেন যে, মন্ত্রণালয়/বাংলাদেশ রেলওয়ের যেসকল কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণের নিমিত্ত বিদেশ ভ্রমণ করেন তাঁরা বিদেশ ভ্রমণ শেষে ভ্রমণের শর্তাবলী অনুযায়ী কোন প্রতিবেদন দাখিল করেন না। সভাপতি বলেন, যেসকল কর্মকর্তা বিদেশ ভ্রমণ করেন তাঁদেরকে বিদেশ ভ্রমণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদন দাখিল করা ছাড়াও ভ্রমণের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত Presentation তৈরি করে ভ্রমণ পরবর্তী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য	(ক) বিদেশে আয়োজিত সেমিনার/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ কারী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরকে বিদেশ ভ্রমণ শেষে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে এবং প্রশিক্ষণলব্দ বিষয়ের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা (ইংরেজিতে) ভ্রমণ পরবর্তী মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় ; ২। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল) রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
		আগামী নভেম্বর ২০১৮ মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার জন্য ইংরেজীতে কার্যপত্র তৈরি এবং সে অনুযায়ী সভা পরিচালনা করা যেতে পারে মর্মে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন।	(খ) আগামী নভেম্বর ২০১৮ মাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভার কার্যপত্র ইংরেজীতে প্রস্তুত করে উপস্থাপন করতে হবে। সেলক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে ইংরেজিতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন দিতে হবে।	

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১১.১৭- ৫৬২

তারিখ: ২৩ কার্তিক ১৪২৫ / ০৭ নভেম্বর ২০১৮

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০২। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। সচিব এর একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৪। উপ-সচিব/উপ-প্রধান (সকল)/অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাঁকে কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৭। সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাক।
০৮। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৯। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd